

# উবাইকানের বিদাআত; সাহাবার প্রতি অপবাদ



AHLUL HAQQ  
*publications*

# উবাইকানের বিদাআত; সাহাবার প্রতি অপবাদ

১৪৪৭ হিজরি

অনুবাদ ও প্রকাশনায়



**AHLUL HAQQ**  
*publications*

‘উবাইকান হাতিব ইবনে আবি বালতা’-رضي الله عنه-এর হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন। তিনি দাবি করেন যে, এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মুযাহরাহ (মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করা) নিজস্বভাবে কুফর নয়। আসুন আমরা হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত করি যাতে এর বিষয়বস্তু পরীক্ষা করা যায়। আর যেমন সর্বদা হয়, আহলুল বিদ‘আহ যে কোনো আয়াত বা হাদীস তাদের দাবি সমর্থনে ব্যবহার করে—বাস্তবে সেই আয়াত বা হাদীসটি তাদের পক্ষে নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধেই যায়!

হাদীসটি উল্লেখ করার আগে, ‘উবাইকান ও মুরজিয়ারা মুসলিমদের জানতে দিতে চায় না এমন একটি বিষয় উপস্থাপন করছি—যা হলো চিঠির(যেটি হাতিব رضي الله عنه কুফরারদের দিয়েছিল) মূল বিষয়বস্তু, কারণ এটি তাদের যুক্তিকে খণ্ডন করবে। চিঠির বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

“হে কুরাইশগণ! নিশ্চয়ই আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাঁর উপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন, তোমাদের কাছে একটি সেনাবাহিনী (জায়েশ) নিয়ে এসেছেন, যা রাতের মতো (আকাশের, অর্থাৎ দিগন্তজোড়া বিশাল), এবং এটি বন্যাপ্রবাহের মতো (দ্রুত গতিতে) অগ্রসর হচ্ছে। আল্লাহর কসম! তিনি যদি একাকীও তোমাদের কাছে আসতেন, তবুও আল্লাহ তাকে বিজয়ী করতেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ

করতেন। তাই নিজেদের ভেতরে তাকাও (এবং সত্যের সন্ধান করো)। আর শান্তি বর্ষিত হোক সত্যের অনুসারীদের উপর।<sup>৭</sup>

ইবনে হাজার পরবর্তীতে মন্তব্য করেন, “হাতিবকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে এতে কোনো ক্ষতি নেই।”<sup>২</sup>

এখন, এই চিঠিটি পড়ার পর, আসুন আমরা তাঁর ঘটনাটি পর্যালোচনা করি, যা আলী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে:

“রাসূল ﷺ আমাকে, যুবায়ের ও মিকদাদকে পাঠালেন এবং বললেন, ‘রওয়াত-খাখ নামক স্থানে যাও, সেখানে একজন মহিলা একটি চিঠি বহন করছে, তা তোমরা তার কাছ থেকে নিয়ে আসো।’ অতঃপর আমরা ঘোড়া দৌড়াতে দৌড়াতে রওয়াত পৌঁছলাম এবং সেখানে ঐ মহিলাকে পেলাম। আমরা তাকে বললাম, ‘চিঠিটি বের করো।’”

<sup>১</sup> এই চিঠিটি মুহাদ্দিসদের আমির, আল-হাফিজ ইবনে হাজার আল-আসকালানী رحمه الله কর্তৃক “ফাতহুল বারী” (৭/৫২০)-এ সংকলিত হয়েছে।

<sup>২</sup> “ফাতহুল বারী” (৮/৬৩৪)। সুতরাং হাতিব رضي الله عنه এই চিঠি লিখেছিলেন এই মনে করে যে এটি মুসলিমদের কোনোভাবেই ক্ষতি করবে না। কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন, মুরজিয়ারা (যেহেতু তাদের যুক্তি সবসময় “হৃদয়ে কী আছে” তা নিয়ে ঘোরে) তারা দাবি করে যে হাতিব رضي الله عنه জানতেন যে এটি মুসলিমদের ক্ষতি করবে, তবুও চিঠি পাঠানো চালিয়ে গেছেন। এটি প্রকৃতপক্ষে সাহাবাদের বিরুদ্ধে অপবাদ।

সে দাবি করলো, “আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।”

আমরা বললাম, “চিঠি বের করে দাও, নাহলে আমরা তোমার কাপড় খুলে ফেলব।”

তখন সে তার চুলের বেণী থেকে চিঠি বের করলো, এবং আমরা তা রাসূলের কাছে নিয়ে গেলাম।

চিঠিটি হাতিব ইবনে আবী বালতা‘আর পক্ষ থেকে মক্কার কিছু মুশরিকের কাছে লেখা ছিল, যাতে রাসূল কী করতে যাচ্ছেন যা সম্পর্কে বলা ছিল। রাসূল বললেন, “হে হাতিব! এটা কী?”

হাতিব উত্তরে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আমি কুরাইশ বংশের লোক ছিলাম না, বরং আমি তাদের সাথে বাহ্যিকভাবে মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতাম, কিন্তু তাদের সাথে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না। আর আপনার সাথে যেসব মুহাজির রয়েছেন, তাদের সবাই মক্কায়ে আত্মীয়-স্বজন রেখে এসেছেন, যারা তাদের পরিবার-পরিজন ও সম্পদের হিফাজত করবে। তাই আমি চেয়েছি যে, আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, যাতে তারাও আমার আত্মীয়দের হিফাজত করে, কেননা তাদের সাথে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই। আমি এটা কুফরি হিসেবে করিনি, না দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়ার জন্য, আর না ইসলাম গ্রহণের পর কুফরিকে পছন্দ করার কারণে।” [অন্য বর্ণনায় রয়েছে: নিশ্চয়ই আমি রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

করিনি<sup>3</sup>, না মুনাফিকী থেকে— কারণ আমি জানতাম যে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করবেন এবং তাঁর নূরকে পূর্ণ করবেন।<sup>4</sup>

রাসূল বললেন (সাহাবীদের উদ্দেশ্যে), “সে (হাতিব) তোমাদের সত্য বলেছে।”  
উমার বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই মুনাফিকের মাথা কেটে ফেলার অনুমতি দিন!” [অন্য বর্ণনায় রয়েছে: “হে আল্লাহর রাসূল! সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!”, “সে মুর্তাদ হয়েছে!”, “সে মুনাফিক!”, “সে আপনাকে লঙ্ঘন করেছে এবং আপনার শত্রুদেরকে আপনার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছে!”]<sup>5</sup>

<sup>3</sup> ধ্বংস হোক মুরজিয়া সম্প্রদায়ের! তারা দাবি করে যে এই মহান সাহাবি রাসূল-ﷺ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন! নিশ্চয়ই এই মুরজিয়াদের মধ্যে প্রতিটি বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, এমনকি সেই শিয়াদেরও যারা সাহাবাদের বিরুদ্ধে রাসূল-ﷺ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনেন। খিফ মুরজিয়াদের! তারা দাবি করে যে তিনি (হাতিব) জানতেন যে এটি মুসলিমদের জন্য বিপদ ডেকে আনবে! ড. হাতিম ইবনে আরিফ, একজন প্রসিদ্ধ কুসুরি, তাঁর বইতে দাবি করেছেন, “হাতিব যা করেছিলেন তা আজ আইনগতভাবে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে পরিচিত (আল-খিয়ানাত আল-উযমা)”— অথচ এই বদরী যোদ্ধা ঘোষণা করেছিলেন, “নিশ্চয়ই আমি রাসূল-ﷺ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।” আবারও বলছি, এই মুরজিয়ারা শিয়াদেরই মতো, যারা মহান সাহাবাদের বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অভিযোগ গঠন করে। আল্লাহ তাদের সবার উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আজকের মুরজিয়া ও শিয়াদের বিষাক্ত জিহ্বা থেকে তাদের হেফাজত করুন।

<sup>4</sup> আহমাদ এবং আবু ইয়াল্লা থেকে বর্ণিত।

<sup>5</sup> উমর رضی الله عنه হাতিব رضی الله عنه-কে তার বাহ্যিক কাজ ও আমলের প্রকাশ্য রূপ অনুযায়ী বিচার করেছিলেন (মুশরিকদের কাছে চিঠি পাঠানোর ঘটনায়)। কিন্তু হাতিবের কাজের প্রকৃত সত্যতা উমর رضی الله عنه জানতেন না। অন্যদিকে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) চিঠিটি পড়েছিলেন এবং ওহীর মাধ্যমে হাতিবের অভিপ্রায় ও তার আমলের বাস্তবতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তিনি (ﷺ) জানতে পেরেছিলেন যে, হাতিব মুশরিকদের সামান্যতম সাহায্য করার ইচ্ছাও করেনি—যেমনটি পরবর্তীতে স্পষ্ট হবে... কিন্তু উমর رضی الله عنه বাহ্যিক অবস্থা দেখেই তার বিচার করেছিলেন—এবং ইসলাম(ইমান) বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি, যেমনটি ইমাম সুলাইমান رحمه الله উল্লেখ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, “তিনি (হাতিব) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন; আর কী জান, সম্ভবত আল্লাহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন: ‘হে বদর যোদ্ধারা (অর্থাৎ বদরের মুসলিম যোদ্ধাগণ), তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, কেননা আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।’” --- হাদিসের সমাপ্তি<sup>৬</sup>

**প্রথমত** – এটি উল্লেখ করা উচিত যে এই মুরজিয়াগণ এবং অন্যান্য মুবতাদিগণ সর্বদা মুহকাম (স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট) বিষয়গুলো পরীক্ষা করে এবং মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট) দিয়ে তা ব্যাখ্যা করে; কিন্তু আহলুস সুন্নাহর ক্ষেত্রে, তারা সর্বদা মুতাশাবিহকে মুহকামের আলোকে ব্যাখ্যা করেন। আর এই হাদিসটি যে মুতাশাবিহ তার একটি সহজ প্রমাণ হলো এই হাদিসটি সালাফদের কিছু ব্যক্তির দ্বারা দুটি পরস্পরবিরোধী ফতোয়া দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে – ইবনুল কাইয়িম رحمه الله বর্ণনা করেছেন যে, একজন মুসলিম জাসুস (গুপ্তচর)কে হত্যা করার বিষয়ে কিছু আলেমের মতে তাকে হত্যা করা হবে, আবার অন্য আলেমদের মতে

---

করেছেন। আর যেহেতু এখন আমাদের মধ্যে কোনো নবী নেই, তাই কারও অন্তরের অবস্থা জানার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে না। তাই বাহ্যিক আমল ছাড়া অন্য কিছুই ভিত্তিতে বিচার করা জায়েয নয়।

<sup>৬</sup> বুখারী (৩০০৭, ৪২৭২, ৪৮৯০, ৬২৫৯), মুসলিম (৪৫৫০), আবু দাউদ (৩২৭৯), আত-তিরমিজি (৩৩০৫), আহমাদ (৩/৩৫০), আবু ইয়ালা (৪/১৮২), ইবনে হিব্বান-এর সহিহ (১১/১২১), আল-বায়হার (১/৩০৮), আল-হাকিম-এর ‘আল-মুসতাদরাক’ (৪/৮৭) তে বর্ণিত।

তাকে হত্যা করা হবে না এবং, “এবং উভয় দলই হাতিবের ঘটনাকে তাদের দলিল হিসেবে ব্যবহার করো।”<sup>৭</sup>

এসব ভ্রান্ত লোকেরা স্পষ্ট আয়াত, হাদীস এবং বিভিন্ন ইজমার সুস্পষ্ট অর্থগুলোকে খণ্ডন করতে এই মুতাশাবিহ হাদীসটি ব্যবহার করে, যা উলামাদের দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে যে, সহযোগী কাফির ও মুরতাদ। আর যারা বহু ইজমা বর্ণনা করেছেন সেই আলিমরা – তারা কি হাতিবের হাদীস সম্পর্কে অবগত নন, যদিও এটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হাদীসগুলোর মধ্যে একটি!?

**দ্বিতীয়ত** – এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হাতিব رضي الله عنه কে ছিলেন এবং তিনি কোন ধরনের ব্যক্তি ছিলেন তা জানা গুরুত্বপূর্ণ।<sup>৮</sup>

- তিনি সাহাবীদের (رضي الله عنه) মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের একজন ছিলেন। তিনি বদরের মহান দিনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে

---

<sup>৭</sup> যাদ-আল মা'আদ (৩/৪২২) এই হাদীসটি ব্যবহার করা হলেই এটা বোঝায় না যে হাতিব رضي الله عنه একজন গুপ্তচর ছিলেন। বরং, তার কাজের বাহ্যিক রূপ এমন মনে হচ্ছিল যে তিনি একজন গুপ্তচর—এ কারণেই উমর رضي الله عنه তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চিঠির প্রকৃত সত্যতা, পাশাপাশি হাতিবের নিয়ত (যা ওহীর মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জানানো হয়েছিল), প্রমাণ করে যে তিনি গুপ্তচর ছিলেন না, না কোনো সহযোগী।

<sup>৮</sup> হাতিব ইবনে আব্বি বালতা'আহ رضي الله عنه তিনি ৬৫ বছর বয়সে মদিনাতে ৩০ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন। খলিফা উসমান ইবনে আফফান তার জানাজা'র ইমামতি করেন।— ইবনে আবদিল বার-এর “আল ইসতি'আব” (১/৩৪৮), ইবনে হাযার-এর “আল-ইসাবাহ” (১/৩০০)।



মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং তাদের হত্যা করেছিলেন। বদর ছিল ইসলামের প্রথম বড় যুদ্ধ, যা কুরআনে আল্লাহর মিত্র ও তাগুতের মিত্রদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

- তিনি হুদাইবিয়ার দিনেও উপস্থিত ছিলেন।
- নিঃসন্দেহে তিনি সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

“মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়ালু।”(সূরা ফাতহ ৪৮:২৯)

- তিনি আরও সেইসব ব্যক্তিদের একজন, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:
- “আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায় তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করে—এমনকি যদি তারা তাদের পিতা, সন্তান, ভাই বা আত্মীয়ও হয়। এরাই তারা, যাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন...”(সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)

- তাঁর কাজের প্রকৃত অর্থ মুযাহারাহ ছিল না, বরং এটি ছিল এক ধরনের নিম্নস্তরের ‘মুওয়ালাত’, যা একটি গুনাহ। কিন্তু তাঁর কাজের বাহ্যিক রূপ<sup>৭</sup> অন্যান্য সাহাবীদের কাছে ‘মুযাহারাহ’ বলে মনে হয়েছিল, যা সকলের নিকট ধর্মত্যাগ হিসেবে পরিচিত ছিল। এজন্যই উমর আল-ফারুক (رضي الله عنه) ঘটনার বাহ্যিক দিক বিবেচনা করে বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই মুনাফিকের মাথা কেটে ফেলার অনুমতি দিন!”
- হাতিব (رضي الله عنه)ও জানতেন যে তাঁর কাজের বাহ্যিক রূপ ‘মুযাহারাহ’-এর মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু তিনি এও জানতেন যে এর প্রকৃত অর্থ তা নয়। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত নিবেন না... আমি এটা কুফরি বা দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়ার জন্য করিনি, আর না ইসলামের পর কুফরিতে সন্তুষ্ট হয়ে।” এটি প্রমাণ করে যে, তিনি নিজেও জানতেন যে তাঁর কাজ ‘মুযাহারাহ’-এর মতো দেখাবে।

---

<sup>৭</sup> যখন এটি প্রকাশিত হয় যে, “হাতিব মুশরিকদের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং তাদের জানিয়েছিলেন যে নবী ﷺ একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আসছেন” – তখন মনে হয় যে তিনি মুসলিমদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন এবং মুশরিকদের সাহায্য করেছেন – এবং সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ধর্মত্যাগ এর রায় সঠিক বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু আপনি যেমন দেখেছেন, হাতিবের চিঠির বাস্তবতা মুযাহারাহ ছিল না, বরং এটি ‘মুওয়ালাহ’-এর একটি কম মাত্রার প্রকাশ।

- তার (হাতিবের) মুশরিকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করার কোনো ইচ্ছা ছিল না; <sup>10</sup> এবং এজন্যই তিনি সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু যদি তিনি কাফিরদের সাহায্য করার ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি কুরাইশদের নেতা ও সরদারদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখতেন।

- আল্লাহ রাসূল-ﷺ এর নিকট ওহী পাঠিয়ে জানিয়েছিলেন যে, হাতিব সত্য বলেছে এবং তার কাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য কাফিরদেরকে সাহায্য করা (মুযাহারাহ) ছিল না (বরং এটি মুওয়ালাতের একটি নিম্ন পর্যায়ের কাজ ছিল)। তাই রাসূল ﷺ বলেছিলেন, “সে (হাতিব) তোমাদেরকে সত্য বলেছে।” আর নবী-ﷺ এর পক্ষে ওহী ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে এটি জানা সম্ভব ছিল না।

- আর কিভাবে ধারণা করা যায় যে হাতিব, যে বদরের যোদ্ধাদের একজন ছিল এবং যে মক্কা বিজয়ের সময় অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

---

<sup>10</sup> ভাইদের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝা; মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করা (কোনো কাজ বা কথার মাধ্যমে) এবং কাফিরদের মুসলিমদের উপর বিজয়ী হওয়ার কামনা করা। উভয় বিষয়ই নিজেই স্বয়ং ধর্মত্যাগ এমনকি কাফিরদেরকে একটি কয়েন দিয়ে সাহায্য না করলেও। এমনকি (এই ধর্মত্যাগ) তখনও হতে পারে যখন কেউ ইসলামকে “ভালোবাসে” এবং কাফিরদের “ঘৃণা করে”। আবার কাফিরদের বিজয় কামনা তখনই হয় যখন কেউ ইসলামের উপর কুফরকে প্রাধান্য দেয়। কিন্তু উভয় বিষয়ই অন্তরের সাথে সম্পর্কিত, তাই অন্তরের অবস্থা জানা অসম্ভব—যতক্ষণ না ওহীর মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়, যেমনটি নবী-ﷺ এর ক্ষেত্রে ঘটেছিল যখন তিনি হাতিব (রাযি.)-কে উভয় অভিযোগ থেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, “সে (হাতিব) তোমাদের সত্য বলেছে।” এটি বুঝা গুরুত্বপূর্ণ যে হাতিব (রাযি.) এই দুটির কোনোটিতেই পতিত হননি। তিনি কখনও কোনো কাজ বা কথার মাধ্যমে কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করার ইচ্ছা করেননি—আর না তিনি কখনও মুসলিমদের কাফিরদের অধীন হওয়ার কামনা করেছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

করতে প্রস্তুত ছিল—সে কীভাবে সেই লোকদেরকে সাহায্য করবে যাদেরকে সে নিজেই খুব শীঘ্রই মোকাবেলা করতে যাচ্ছিল? আর তা-ও কি করে সম্ভব যে সে নিজের (হাতিব), মুসলিমদের এবং আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে?!

সুতরাং, এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়ার পর, আসুন আমরা আবার উল্লেখ করি যে ইরজা ও তাজাহহমের অনুসারীরা এই হাদিসটি কী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চায়: তারা দাবি করে যে এই হাদিস প্রমাণ করে যে ‘কাফিরদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সহযোগিতা করা’ নিজেই কুফর নয়।

এবং এই মিথ্যা দাবিটি বিভিন্ন দিক থেকে খণ্ডন করা যায়, যেমনটি শাইখ নাসির আল-ফাহাদ **উল্লেখ করেছেন:**

১) এই হাদিসটি আসলে সবচেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ যে সহযোগী (মুযাহির) প্রকৃতপক্ষে একজন মুর্তাদ কাফির। এবং এটি তিনটি কারণে

**প্রথমত:** উমর আল-ফারুক (رضي الله عنه) বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই মুনাফিকের মাথা কেটে ফেলার অনুমতি দিন!” এটি থেকে বোঝা যায় যে, নবীজির মহান সাহাবীদের আকিদা, যার মধ্যে উমর (رضي الله عنه)ও অন্তর্ভুক্ত, ছিল যে কাফিরদের সাথে সহযোগিতা করা প্রকৃতপক্ষে মুর্তাদ ও মুনাফিকের কাজ। আর উমর (رضي الله عنه) এটি বলেছিলেন শুধুমাত্র হাতিব

(رضي الله عنه)-এর বাহ্যিক কর্মের ভিত্তিতে [যা মুযাহারাহ’র মতো মনে হয়েছিল]—কারণ মানুষ (ওহি ছাড়া) হৃদয়ের গোপন বিষয় জানতে সক্ষম নয়।

**প্রশ্ন:** যদি মুযাহারা’হ শুধুমাত্র একটি কবীরা গুনাহ হত (ধর্মত্যাগ নয়), যেমন মদপান, ব্যভিচার ইত্যাদি, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম কেন হাতিবকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন (তার বাহ্যিক কর্মের ভিত্তিতে)?

**উত্তর:** কারণ হাতিবের কর্মের বাহ্যিক প্রকাশ সত্যিই মনে হচ্ছিল যে সে কাফেরদের সাথে সহযোগিতা(অর্থাৎ মুযাহারাহ) করেছে। আর সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنه) “সহযোগিতা” এবং “কবীরা গুনাহ”-এর মধ্যে পার্থক্য করতেন; অর্থাৎ তারা “সহযোগিতা”-কে ধর্মত্যাগ হিসেবে বিবেচনা করতেন।

**দ্বিতীয়ত:** নবীজিﷺ এ কথা বলেননি যে উমর (رضي الله عنه) এমন একটি কাজের বাহ্যিক রূপ দেখে সাধারণ বিচারে ভুল করেছিলেন (মুযাহারাহর ক্ষেত্রে)। কিন্তু যেহেতু হাতিব (رضي الله عنه) মুযাহারাহ করেননি, তাই তার উপর এমন সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। আর এর প্রমাণ হলো নবীজিরﷺ এই বাণী: “সে (হাতিব) তোমাদের সত্য বলেছে (অর্থাৎ সে মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করেনি)।” নবীজিﷺ উমর (رضي الله عنه)-কে তাকফিরি বা খারিজি বলেও অভিযুক্ত করেননি (কারণ উমর (رضي الله عنه) আসলে মুযাহারাহকারীর বিচারে সঠিক ছিলেন, কিন্তু তিনি ভুল করেছিলেন এই ভেবে যে হাতিব (رضي الله عنه) মুযাহারাহ করেছেন)।

## তৃতীয়ত:

হাতিব (رضي الله عنه) নিজেও জানতেন যে তার কাজের বাহ্যিক রূপ মুযাহারাহর (কাফেরদের সাথে সহযোগিতা) মতো দেখাচ্ছে। এজন্যই তিনি বলেছিলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো সিদ্ধান্ত নিবেন না... আমি এ কাজটি কুফরির জন্য করিনি, না দ্বীন থেকে মুরতাদ হওয়ার জন্য, আর না ইসলাম গ্রহণের পর কুফরিতে সন্তুষ্ট হয়ে।” এছাড়াও তিনি স্পষ্ট করেছিলেন যে তিনি কখনই কাফেরদের সাহায্য করার ইচ্ছা করেননি— “নিশ্চয়ই আমি রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি,”—এবং তিনি চিঠির প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এটি প্রমাণ করে যে, বাহ্যিকভাবে এটি মুযাহারাহর মতো মনে হয়েছিল, আর মুযাহারাহ ধর্মত্যাগ ও কুফরির শামিল, এবং গাদ্দারি হিসেবে গণ্য। কিন্তু যেহেতু নবীজি ﷺ চিঠিটি পড়ে এবং আল্লাহর ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন, তাই তিনি বলেছিলেন, “সে (হাতিব) তোমাদের সত্য বলেছে (অর্থাৎ সে মুশরিকদের পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেনি)।”

**প্রশ্ন:** যদি মুযাহারাহ (মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সহযোগিতা করা) রিদ্দাহ ও কুফরি না হতো, বরং শুধুমাত্র একটি কবীরা গুনাহ হতো [যেমন মুরজিয়াদের দাবি]—তাহলে হাতিব কেন বললেন, “আমি এটা কুফরি হিসেবে করিনি, না দ্বীন ত্যাগ করার জন্য, আর না ইসলামের পর কুফরিতে সন্তুষ্ট হয়ে?”

**উত্তর:** কারণ তিনি জানতেন যে তার চিঠির বাহ্যিক রূপ মুযাহারাহর মতো মনে হচ্ছিল, যা সবার নিকট কুফরি ও রিদ্বাহ (ধর্মত্যাগ) হিসেবেই পরিচিত ছিল— এবং ব্যভিচারের মতো সাধারণ কবীরা গুনাহ হিসেবে নয়।

২) হাতিব (رضي الله عنه) শুধুমাত্র নবীজিﷺ-এর পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজের জীবন, সম্পদ, বক্তব্য ও পরামর্শ দিয়ে মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন—সকল যুদ্ধ ও অভিযানে; তিনি বদর ও হুদাইবিয়ায় উপস্থিত ছিলেন, আর ঐসব লোকদের সাথে যারা জান্নাতবাসী। এমনকি মক্কা বিজয়ের অভিযানেও তিনি নবীজিﷺ-কে সাহায্য করেছিলেন। তিনি অন্যান্য সাহাবীদের (رضي الله عنه) মতোই মুজাহিদ হিসেবে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন, নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে। তাহলে কীভাবে দাবি করা যায় যে তিনি মুশরিকদের সাথে নবীজিﷺ-এর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করেছিলেন?

আর এত কিছুর পরও, তিনি যে চিঠিটি লিখেছিলেন—তা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের মুযাহারাহ (শত্রুদের সাথে সহযোগিতা) ছিল না, কারণ তিনিই তো শীঘ্রই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছিলেন। আর তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মুসলিমরা বিজয়ী হবে—যেমন তিনি বলেছিলেন, “নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করবেন।”

৩) চিঠিটির বিষয়বস্তু—এতে এমন কিছু ছিল না যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করেছিলেন। বরং, তিনি একটি নিম্ন পর্যায়ের মুওয়ালাত দেখিয়ে সদয় আচরণ করেছিলেন, তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিয়ে—এবং এটি তিনি তার আত্মীয়দের কাছে পাঠানো একটি চিঠির মাধ্যমে করেছিলেন। এভাবে, তিনি নবীজিﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করে এই চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কারণ তারা মুশরিকদের মধ্যে অবস্থান করছিল—এটি একটি কবীরা গুনাহ, যা ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইবনে হাজার (رحمه الله) ব্যাখ্যা করেছেন: “হাতিবকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ তিনি (এটি লিখেছিলেন) এই ভেবে যে এতে কোনো ক্ষতি হবে না।” আর হাতিব নিজেই বলেছিলেন, “নিশ্চয়ই আমি জানতাম যে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয় দান করবেন।” সুতরাং, এমন ব্যক্তির মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে—যে নিশ্চিতভাবে জানে যে তার চিঠি কাফেরদের মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোনো উপকারে আসবে না, আর এমন ব্যক্তির মধ্যে যে কাফেরদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি করে, তাদের সাথে সহযোগিতা করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের ক্রুসেডে সাহায্য করে।

আসুন আমরা সেই চিঠির একটি অংশ আবার পড়ি—

“আর আল্লাহর কসম! তিনি (মুহাম্মাদ) যদি একাই তোমাদের কাছে আসেন, তবুও আল্লাহ তাকে বিজয়ী করবেন এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন। সুতরাং নিজেদের ভেতর তাকাও (এবং সত্যের সন্ধান কর)। আর সালাম (সত্যের



অনুসারীদের উপর)।<sup>11</sup> স্পষ্টতই তিনি মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করছিলেন না, বরং দাওয়াহ দিচ্ছিলেন এবং তাদের শির্ক থেকে তাওবার উপদেশ দিচ্ছিলেন, আর শির্কে অবিচল থাকার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করছিলেন—<sup>12</sup> যা মুযাহরাহ (শত্রুদের সাথে সহযোগিতা) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু তিনি এটি করেছিলেন শুধুমাত্র তার আত্মীয়দের প্রতি সদয়তা ও দয়ার কারণে, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করছিল। আর এজন্যই আল্লাহ হাতিবের এই মুওয়ালাত (সদয় আচরণ) ও তাদের প্রতি তার দয়ার বিষয়ে এই আয়াত নাযিল করেছিলেন—

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তোমরা কি তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করছ, অথচ তারা তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? আর তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত।

---

<sup>11</sup> ফাতহুল বারি (৭/৫২০)

<sup>12</sup> আর এটা-ই মূলত হাতিব رضي الله عنه এর উদ্দেশ্য ছিল—যা তাঁর অন্যান্য কথাবার্তা এবং সেই চিঠি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—যেখানে তিনি বলেছিলেন:

“তাই আমি চেয়েছিলাম তাদের সাথে একটি উপকার করতে, যাতে তারা (ইসলাম গ্রহণ করে) আমার আত্মীয়দের রক্ষা করে, কারণ তাদের সাথে আমার রক্তের কোনো সম্পর্ক নেই।”

তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ থেকে।[আল-মুমতাহিনাহ: ১]

এত কিছু পর, এই ঘটনায় অন্তর্ভুক্ত দুটি ভিন্ন বিষয় (মাসায়েল) আমাদের উল্লেখ করতে হবে; এবং এ দুটির মধ্যে পার্থক্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ –

১) মুযাহারাহ-র হুকুম

২) হাতিব (رضي الله عنه)-এর কাজের হুকুম।

কিছু মানুষ এ দুটিকে এক করে ফেলে এবং তারা দাবি করে যে, যেহেতু হাতিব (رضي الله عنه)-কে মুরতাদ বা মুনাফিক হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়নি, তাই এর অর্থ এই যে, যে কেউ কাফিরদের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি ও সহযোগিতা করবে তারাও রিদ্দাহ ও নিফাক থেকে মুক্ত। এটা একটি গুরুতর ভুল। তাদের এই তাওয়ীল ভুল, কারণ তারা ধরে নিয়েছে যে হাতিব প্রকৃতপক্ষে মুযাহারাহ করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, তিনি মুযাহারাহ করেননি (বরং একটি ছোট পর্যায়ে মুওয়ালাহ করেছিলেন)।<sup>13</sup>

<sup>13</sup> হাতিব (رضي الله عنه)-এর চিঠির ব্যাপারে সঠিক মত হলো যে, এটি মুযাহারাহ ছিল না—যা ইসলাম বাতিলকারী কাজ; বরং তার চিঠি ছিল মুওয়ালাতের একটি নিম্নস্তরের রূপ, যা একটি কবীরা গুনাহ। তবে বদরের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের কারণে এটি ক্ষমা হয়ে গেছে, যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “সে (হাতিব) বদরে অংশগ্রহণ করেছিল। তুমি কি জানো না? সম্ভবত আল্লাহ বদর যোদ্ধাদের দিকে তাকিয়ে বলেছেন: ‘হে বদর যোদ্ধারা! তোমরা যা ইচ্ছা তাই করো, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।’” অন্যদিকে, যদি হাতিব (رضي الله عنه) প্রকৃতপক্ষে মুযাহারাহ করতেন, তাহলে এর বিধান হলো—ইসলাম বাতিলকারী কাজসমূহ (রিদ্দাহ) সমস্ত নেক আমল নষ্ট করে দেয়, যার মধ্যে বদরে অংশগ্রহণও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ কথা বলা অসম্ভব যে হাতিবের চিঠি মুযাহারাহ ছিল। বরং সঠিক মত হলো যে, এটি ছিল শুধুমাত্র একটি কবীরা গুনাহ—কাফিরদের সাথে মুওয়ালাত (তাওয়ালী নয়)।

এ বিষয়ে শায়খ নাসির আল-ফাহদ বলেছেন,

“এটা এমন যেমন একজন লোককে একজন নারীর সাথে নির্জন স্থানে সন্দেহজনক অবস্থায় পাওয়া গেল। তখন একজন সাহাবি নবীﷺ-কে বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এই ব্যভিচারীকে পাথর মেরে হত্যা করার অনুমতি দিন!’ তখন নবীﷺ ঐ ব্যক্তিকে (অভিযুক্ত) জিজ্ঞাসা করলেন, সে জবাব দিল, ‘আমি ব্যভিচার করিনি, বরং আমি শুধু অমুক কাজ করেছি’—যা বাস্তবে ব্যভিচারের চেয়ে কম গুরুতর।

সুতরাং যারা এই হাদিস অধ্যয়ন করবে, তারা এটি থেকে দুটি বিষয় বুঝতে পারবে:”

**প্রথমত:** বিবাহিত ব্যভিচারীর শাস্তি হলো প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই সাহাবিকে বাধা দেননি, যিনি (বাহ্যিক অবস্থা দেখে) ব্যভিচারী মনে করে প্রস্তরাঘাতের অনুমতি চেয়েছিলেন। এটি প্রমাণ করে যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সাহাবির মতের সাথে মৌনসম্মত ছিলেন।

**দ্বিতীয়ত:** ঐ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ব্যভিচার করেনি, কারণ যখন সে তার কাজের বাস্তবতা প্রকাশ করল, তখন স্পষ্ট হলো যে তা ব্যভিচারের চেয়ে কম গুরুতর ছিল (ফলে তার উপর শাস্তি প্রযোজ্য হয়নি)।

সুতরাং, যদি কেউ এই ব্যক্তির ঘটনা থেকে ব্যভিচারের শাস্তি অস্বীকার করে—যেহেতু এখানে ব্যভিচার প্রমাণিত হয়নি—তাহলে সে দুটি ভিন্ন বিষয়কে গুলিয়ে ফেলেছে।

আর এটাই মুরজিয়ারা হাতিব (رضي الله عنه)-এর সাথে করেছে।

সুতরাং প্রথম বিষয় হলো মুযাহারাহ, সালাফদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফরারদের সাথে সহযোগিতা করা—এমনকি যদি সে অন্তরে ইসলামকে ভালোবাসে এবং কুফরকে ঘৃণা করে—সেটা প্রকৃতপক্ষে রিদ্দাহ, কুফর এবং নিফাক আকবার। এটি ইজমার বিষয়।

“আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে, সে অবশ্যই তাদেরই অন্তর্ভুক্ত”[আল-মায়িদাহ ৫১]-এই আয়াত সম্পর্কে আল-আল্লামাহ ইবনে হাযম رحمه الله বলেছেন, “এটি সঠিক যে এই আয়াতটি শুধুমাত্র আক্ষরিক অর্থে নেওয়া হবে, অর্থাৎ সে কাফিরদের দলভুক্ত একজন কাফির; এবং এটাই সত্য, এমনকি দু’জন মুসলিমও এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করবে না।”<sup>14</sup>

<sup>14</sup> আল-মুহাল্লা (১১/১৩৮)

আরো একবার উল্লেখ করা আবশ্যিক যে,  
“কুফরকে ভালোবাসা” নিজেই একটি রিদ্দাহ, এমনকি যদি সে ব্যক্তি তার ঘরে বসে থাকে এবং কোনো মুসলিমের ক্ষতি না করে। বরং, সে যদি মুসলিমদের পক্ষে কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেও থাকে, কিন্তু অন্তরে “কুফরকে ভালোবাসে”—তবুও সে একজন কাফির ও মুনাফিক। আর এই নাক্দিদ অন্তরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত (কুফরে ই’তিকাদী)। আর এটি জানা সম্ভব নয়, যতক্ষণ না কেউ অন্তত মৌখিকভাবে এটি স্বীকার করে, অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী (বিশেষ জ্ঞান) না আসে।

আর মুযাহারাহ প্রসঙ্গে, মুশরিকদের সাথে যে কোনো ধরনের সহযোগিতা—মুসলিমদের বিরুদ্ধে—তা হলো বাহ্যিক কর্মের মাধ্যমে কুফর (কুফরে ‘আমালী)। এটা বাহ্যিক কর্মের ভিত্তিতে বিচার্য। সুতরাং এগুলো দুটি ভিন্ন ধরনের নাক্দিদ(ইমান ভঙ্গের কারণ)। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করা যাক—ইসলামের উপর কুফরের বিজয় কামনা করাই ধর্মত্যাগ—তা সে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো করুক বা না করুক, কিংবা কাফিরদের সাহায্য করা হোক বা না হোক। একইভাবে, মুযাহারাহ একট নাক্দিদ(ইমান ভঙ্গের কারণ), তাই কাফিরদের সাহায্যকারী ব্যক্তি “ইসলামকে ভালোবাসুক” বা “কুফরকে ঘৃণা করুক” তাতে কিছু আসে যায় না।

প্রথম নাক্‌দটি ইতিব্বদী, দ্বিতীয়টি নাক্‌দটি আমালী। আর যে ব্যক্তি উভয়ই সংঘটিত করে—অর্থাৎ কুফরকে ভালোবাসে এবং মুযাহারাহ করে—সে দুইটি নাক্‌দে পতিত হয়েছে। আর এ সবই ধর্মত্যাগ।

এবং যদি মুরজিয়ারা এখনও এই শর্তারোপ করে যে, কাফেরদের ‘ভালোবাসা’ বা মুসলিমদের ‘ঘৃণা’ করতে হবে মুযাহারাহ হতে হলে – তাহলে উত্তরে বলা হবে যে, শুধুমাত্র আল্লাহই জানেন মানুষের অন্তরে কী আছে, এবং ব্যক্তি সত্যিই ‘কুফরকে ভালোবাসে’ কিনা বা ‘ইসলামকে ঘৃণা করে’ কিনা – কারণ এগুলো গায়েবের (অদৃশ্য বিষয়) বিষয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের গায়েবী বিষয় অবগত। নিশ্চয় অন্তরে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক জ্ঞাত।”[ফাতির: ৩৮]

“তিনিই গায়েবী বিষয়ের জ্ঞানী, তিনি তাঁর গায়েবের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তাঁর মনোনীত রাসূল ছাড়া। সে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঁর রাসূলের সামনে এবং পিছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।”[জিন: ২৬-২৭]<sup>15</sup>

আর এটাই উমর ইবনুল খাত্তাব رضي الله عنه বোঝাতে চেয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন,

---

<sup>15</sup> যেহেতু ‘ইলমুল গায়ব (অদৃশ্যের জ্ঞান) শুধুমাত্র আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত, তাই ইমামগণ যেকোনো ব্যক্তিকে, যে গায়ব জানার দাবি করে, তাগুতের প্রধান হিসাবে গণ্য করেছেন [সালাসাতুল উসূল দেখুন]। সুতরাং, যদি মুরজিয়ারা এই দাবি করে যে, কোনো ব্যক্তি (কাফিরদের সহযোগী) প্রকৃতপক্ষে “ইসলামকে ভালোবাসে এবং কুফরকে ঘৃণা করে” তাদের অন্তরে—যদিও তাদের বাহ্যিক অবস্থা রিদ্বাহ দ্বারা আচ্ছন্ন—তাহলে তারা গায়ব জানার দাবি করেছে এবং এভাবে তারা নিজেরাই তাগুত।

“নিশ্চয়ই রাসূল মুহাম্মাদﷺ-এর সময়ে মানুষদের বিচার করা হতো ওহীর ভিত্তিতে। কিন্তু এখন ওহীর ধারা সমাপ্ত হয়েছে। তাই এখন আমরা শুধুমাত্র তোমাদের কর্মের ‘যাহির’ (বাহ্যিক প্রকাশ) অনুযায়ী বিচার করব। সুতরাং, যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে সৎ (মুসলিম) হিসেবে প্রকাশ পায়, আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব ও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখব—এবং তার অন্তরের বিষয় (ভালোবাসা, ঘৃণা, ইস্তিহলাল ইত্যাদি) সম্পর্কে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। তার অন্তরের ব্যাপার শুধুমাত্র আল্লাহই বিচার করবেন। আর যে ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে মন্দ (কাফির, মুর্তাদ) হিসেবে প্রকাশ পায়, আমরা তাকে নিরাপত্তা দেব না এবং তার উপর ভরসাও করব না—এমনকি যদি সে মুখে দাবি করে যে তার অন্তর সৎ (মুসলিম)।”<sup>16</sup>

আমাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র যাহির (প্রকাশ্য) বিষয়ের ভিত্তিতে বিচার করা। আর বাতিন (গোপন) বিষয় তো একমাত্র আল্লাহই জানেন।

---

<sup>16</sup> এটি ইমাম বুখারী (رحمه الله) তাঁর সহীহ বুখারী-তে “কিতাবুশ শাহাদাত” অধ্যায়ে (২৪৯৮) বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, যদি কেউ মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে সহযোগিতা করে —এমনকি যদি সে দাবি করে যে “সে ইসলামকে ভালোবাসে” এবং “কুফরিকে ঘৃণা করে”—তবুও আমরা তার দাবি বিশ্বাস করব না এবং তার সাথে মুর্তাদের মতো আচরণ করব। আর যদি তারা তাওহীদের বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জায়নবাদী ক্রুসেডারদের জীবন বাঁচাতে লড়াই করে, তবে তাদের সাথে ঠিক সেভাবেই আচরণ করা হবে যেভাবে তাদের ক্রুসেডার ভাইদের সাথে আচরণ করা হয়—এমনকি যদি তারা মুখে দাবি করে, “আমরা তাওহীদকে ভালোবাসি এবং ক্রুশকে ঘৃণা করি।” একইভাবে, যদি তারা শরীয়াহ দিয়ে শাসন করতে অস্বীকার করে, তবে তাদের মুর্তাদ ও কাফির হিসাবে গণ্য করা হবে—এমনকি যদি তারা মুখে বলে, “আমরা বলি না যে আমাদের তৈরি আইনগুলো ইসলামিকভাবে হালাল,” যদিও বাস্তবে তারা তা আইনগতভাবে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

সুতরাং, যে ব্যক্তি শিরকের কাজ করবে তাকে মুশরিক হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং মুশরিক হিসেবেই আচরণ করা হবে—যতক্ষণ না সে আল্লাহর কাছে তাওবা করে এবং তাওহীদকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে।

অনুরূপভাবে, যে ব্যক্তি তাওহীদের উপর আমল করবে তাকে মুসলিম হিসেবে গ্রহণ করা হবে এবং মুসলিম হিসেবেই আচরণ করা হবে—যতক্ষণ না সে তাওহীদ বাতিলকারী কোনো কাজ করে।“ আর কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের ইজমার অনুযায়ী—মুযাহারাহ ইমানভঙ্গকারী কাজ। এ বিষয়ে কোনো দু’জন মুসলিমও দ্বিমত পোষণ করেন না।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দিল লতীফ আল আশ-শাইখ رحمه الله স্পষ্ট করেছেন: “নবী করীম ﷺ বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের সাথে বসবাস করে, সে অবশ্যই তাদেরই মতো।’ এ কথা ভাবা উচিত নয় যে, যে কেউ শুধুমাত্র মুশরিকদের সাথে বসবাস করলেই সে কাফির হয়ে যায়। বরং এই হাদিসের উদ্দেশ্য হল: যে ব্যক্তি মুশরিকদের মাঝ থেকে বের হওয়ার সামর্থ্য রাখে না এবং তারা তাকে জোরপূর্বক মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ে যায়, তাহলে তার বিধান তাদের (মুশরিকদের) মতোই হবে—তাকে হত্যা করা ও তার সম্পদ গ্রহণ করা জায়েয হবে। তবে তাকফীরের (কাফির সাব্যস্ত করার) বিধান এক নয় (অর্থাৎ সে কাফির নয়)।



কিন্তু যদি সে স্বেচ্ছায় বা দুনিয়াবি কোনো লোভে কাফিরদের সাথে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যায়, অথবা শারীরিক বা আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করে, তাহলে তার কুফরের বিধান মুশরিকদের মতো হওয়াতে কোন সন্দেহ নেই।<sup>17</sup>

সুতরাং হে ইসলামের ভাই! জেনে রাখো: এই মুরজিয়ারা মূলত এটাই চায় – তারা দাবি করে যে, কাফিরদের সাহায্যকারী (যারা ইমানভঙ্গকারী অষ্টম প্রকার কাজ করে) দুনিয়াতে কখনই কাফির সাব্যস্ত করা যাবে না। আল্লাহই তাদের অন্তরের অবস্থা অনুযায়ী বিচার করবেন। এবং যে কেউ শুধুমাত্র ‘মুযাহারাহ’-এর ভিত্তিতে কোনো কাফির সাব্যস্ত করবে সে নিজেই একজন ‘তাকফিরী’ ও ‘খারিজী’, এ বিচারে পূর্ববর্তী সকল ইমাম ও আলিমগণও এর অন্তর্ভুক্ত।<sup>18</sup>

মুরজিয়াদের নেতা ড. হাতিম ইবনে আরিফ বলেছে, “যেহেতু মিত্রতা এবং শত্রুতা (‘আল-ওয়াল ওয়াল বার’)-এর তাকফির নির্ভর করে অন্তরের অনুভূতির উপর, আর এই অনুভূতি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না... তাই এই ওয়ালাকারীকে

---

<sup>17</sup> আদ-দুরার আস সানিয়াহ (৮/৪৫৬-৪৫৭), মাজমু’আত আর-রাসাইল ওয়াল মাসাইল (২/১৩৫)

<sup>18</sup> বরং এটা প্রত্যেক আলেমের মতামতকেই অন্তর্ভুক্ত করে, কেননা প্রত্যেক আলেমই একমত হয়েছেন যে, যে কেউ ‘মুযাহারাহ’ করবে সে মুরতাদ: “ইসলামের আলেমগণ একমত হয়েছেন যে, যে কেউ কাফিরদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে, অথবা কোনো প্রকার সহযোগিতা প্রদান করবে, সে ব্যক্তি তাদের মতোই কাফির।” – শাইখ ইবনে বায, “মাজমু’ ফাতাওয়া ইবনে বায” (১/২৭৪)

কাফির সাব্যস্ত করা সম্ভব নয়... যতক্ষণ না সে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয় যে সে কুফ্যারদের ধর্মকে ভালোবাসে।<sup>19</sup>

অতএব, এতকিছু আলোচনার পর কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাক:

- হাতিব رضي الله عنه কি ক্রুসেডারদের গুপ্তচর ছিলেন, মুসলিমদের উপর নজরদারি করে ক্রুসেডারদের কাছে তথ্য পাঠাতেন? তারপর আজকের কুফ্যারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...
- তিনি কি হুনাফাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের পক্ষে কাজ করছিলেন? তারপর আজকের কুফ্যারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...
- তিনি কি তাওহীদের বাহীনির বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের পাশাপাশি লড়াই করেছিলেন? তারপর আজকের কুফ্যারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...
- তিনি কি কোনো ধরনের সাহায্য দিয়ে ক্রুসেডারদের সহযোগিতা করেছিলেন? তারপর আজকের কুফ্যারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...
- তিনি কি ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে মুহাম্মাদ ﷺ-এর ব্রিগেডদের কারাগারে নিক্ষেপ, নির্যাতন, হত্যা, অপবাদ দিচ্ছিলেন, অথচ দাবি করছিলেন যে

<sup>19</sup> এই দাবিটি করেছেন প্রধান কুসূরিয়াহ তাঁর বই “আল-ওয়াল্লা ওয়াল বারাতা বাইন আস-সামাহাহ ওয়াল-গলু”-তে, যা বদরের সাহাবীসহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অপবাদে পূর্ণ এবং এমন কিছু বিষয় রয়েছে যা রাফিদীদের ও ক্রুসেডারদের অনুগতদের চোখ জুড়াবে। সুতরাং এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে হাদীসে উমর رضي الله عنه এবং সালাফদের ইজমার বিপরীত।

তিনি “মুহাম্মাদকে ভালোবাসেন” এবং “কুফরকে ঘৃণা করেন”? তারপর আজকের কুফফারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...

- তিনি কি মনে করেছিলেন যে তার কর্মকাণ্ড মুওয়াহহিদ্দীনদের কোনোভাবে ক্ষতি করবে? তারপর আজকের কুফফারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...

- তিনি কি কোনো পার্থিব লাভের উদ্দেশ্যে ক্রুসেডারদের পক্ষ নিচ্ছিলেন? তারপর আজকের কুফফারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...

- তিনি কি “ভয়” এর কারণে মুযাহরাহ করেছিলেন? তারপর আজকের কুফফারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...

- তিনি কি আখিরাতের চেয়ে দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন? তারপর আজকের কুফফারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...

- তিনি কি আল্লাহর শত্রুদের কাছ থেকে সম্মান, ক্ষমতা ও গৌরব খুঁজেছিলেন? তারপর আজকের কুফফারদের সহযোগীদের সাথে তুলনা করুন...

তাহলে কি এই বদরী মুজাহিদ, হাতিব رضي الله عنه-কে সেইসব লোকের স্তরে নামিয়ে আনা ন্যায়সংগত, যারা উপরোক্ত অপরাধগুলো করছে—যেমনটি উবাইকান করেছে? নিশ্চয়ই, উপরোক্ত সব কাজগুলোকে আব্দুল মুফসিদের “আধুনিক” তিনভাগের বিদাআত অনুযায়ী কুফরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, কারণ তারা হাতিব رضي الله عنه-এর “সমান” বলে দাবি করা হয়। আল্লাহর শপথ! একজন ভ্রষ্ট ব্যক্তিই কেবল এই মহান সাহাবীর সাথে এমন জঘন্য তুলনা করতে পারে।